দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্রদের মুখে টেপ!

বৃটেনের একটি স্কুলে সম্প্রতি একজন শিক্ষয়িত্রীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে এই অভিযোগে যে, তিনি তাঁহার ক্লাসের নয়-দশ বছর বয়সসীমার ৩০ জন ছাত্রের মুখে টেপ লাগাইয়া তাহাদিগকে শান্ত রাখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারা যাহাতে ক্লাসে কোন গণ্ডগোল না করে এইজন্যই উক্ত শিক্ষয়িত্রী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এর আগে অবশ্য তিনি ছাত্রদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা বেশী হৈ-চৈ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে শান্ত রাখার জন্য তাহাদের মুখে টেপ লাগাইয়া দেওয়া হইবে। সাবধানবাণী উচ্চারণের সময় অবশ্য ছাত্ররা বিষয়টিকে বিশেষ আমল দেয় নাই। কিন্তু যখন সত্য সত্যই মুখে টেপ আঁটিয়া দেওয়া হইল তখন ঘটনাটি অভিভাবকদের কানে যায় এবং তাঁহারা প্রধান শিক্ষকের নিকট এ সম্পর্কে অভিযোগ করেন। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সাময়িকভাবে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়।

রয়টার পরিবেশিত এই ছোট্ট সংবাদটি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড বলিয়া মনে হইবে। এমনকি কেহ কেহ হয়তো এমন ধারণাও পোষণ করিতে পারেন যে, শিক্ষয়িত্রী তো ঠিকই করিয়াছেন। মারধর না করিয়া মুখে টেপ লাগাইয়া শান্ত করার চেষ্টা করাটা তো কোন অপরাধই নহে। এইভাবে চিন্তা করা যায় একমাত্র সেই সমস্ত দেশে যেখানে শিক্ষকরা লাঠ্যৌষধকেই সর্বরোগহর বলিয়া মনে করেন। ভাবেন একমাত্র প্রহার এবং বিভিন্ন ধরনের অপমানকর আচরণই বুঝিবা ছাত্র মানুষ করার শ্রেষ্ঠতম প্রক্রিয়া। অতএব শিক্ষয়িত্রীর ব্যবস্থাপত্র তাঁহাদের নিকট কোন অবস্থাতেই অপরাধযোগ্য মনে হইবে না। কিন্তু এই ঘটনাটি যেখানে ঘটিয়াছে সেখানে সেই দেশটি সভ্য দেশ। সেখানে শিশুর শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসিক এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করা হয়। শিশু যদি তাহার জীবনের সূচনাপর্বেই কোন ঘটনায় বা ব্যবস্থাপত্রের কারণে মানসিকভাবে আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার পরবর্তী জীবনে উহার ক্ষতিকর প্রভাব পড়িতে পারে। এইজন্য উন্নত বিশ্বে যে কোন ধরনের শিশু পীড়নকেই গুরুতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়। ইহার জন্য আইনগত ব্যবস্থাও অত্যন্ত কঠিন। এই ব্যাপারটিকে সব সময় প্রাধান্য দিয়া বিচার করা হয় একটি কারণে যে, ঐ সব দেশের নাগরিকরা মনে করেন একটি সর্বাঙ্গীন সুস্থ বংশধর গড়িয়া তোলার জন্য পূর্বসূরীদের সর্বপ্রকার দায়িত্ব থাকা উচিত। ছাত্রদের মুখে টেপ আঁটিয়া কোলাহল বন্ধ করিতে যাইয়া উক্ত শিক্ষয়িত্রী তাহাদের ভিতরে ভীতির সঞ্চার করিয়াছেন, ছাত্রদের বাক স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন এবং ছাত্র নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য রয়টারের সংবাদে এইসব অভিযোগের উল্লেখ করা হয় নাই। তবে সেখানকার শিক্ষাদান ও সামাজিক পদ্ধতির আলোকে এটুকু অনুমান করা যায় যে, শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে এই বিষয়গুলিই উল্লিখিত হওয়া স্বাভাবিক। আমরা যদি আমাদের দেশেও শিশুদের সহিত আচরণের ক্ষেত্রে এইসব বিষয় গুরুত্বসহকারে বিচার করিতাম তাহা হইলে বোধ হয় ভালোই হইত।